ঠাকুরগাঁওয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি

# জেলাবাসীর আন্দোলন আরো জোরদার হচ্ছে

**মনতোষ কুমার দে, ঠাকুরগাঁও থেকে :** ঠাকুরগাঁওয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং দিনাজপুর হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবিতে ঠাকুরগাঁওবাসী আন্দোলনে নেমেছে। বিশ্ববিদ্যালয় নেই এমন ১২টি জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্তে আশাবাদী ঠাকুরগাঁওবাসী তাদের আন্দোলনকে আরো জোরদার করার প্রত্যয় ঘোষণা করেছে।

## প্রায় প্রতিদিনই আন্দোলনের কর্মসূচি

ঠাকুরগাঁওয়ে প্রায় প্রতিদিনই মিছিল, সমাবেশ, ধর্মঘট, অনশন ও মানববন্ধনসহ আন্দোলনের কোনো না কোনো কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। জেলা শহর ছাড়াও বিভিন্ন থানা সদর ও জেলার প্রধান প্রধান হাটবাজার ছেয়ে গেছে দাবিসংবলিত পোস্টার ও ব্যানারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঠাকুরগাঁওয়ে স্থাপনের দাবিটি এ মুহূর্তে ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার ২২ লাখ অধিবাসীর প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের, সকল পেশার মানুষ এ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে হয়ে উঠেছে সোচ্চার। চাইছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও আলোকিত জীবনে প্রবেশাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে।

## কেন এই আন্দোলন?

শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলার উদ্দেশে এবং দেশের সকল এলাকার সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই দেশের সেসব জেলায় মোট ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত বছর ডিসেম্বর মাসে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রস্তাবিত ১২টির মধ্যে ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জেলার উপযোগী জায়গায় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফসলি জমির ক্ষতি না করে বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় ৫০ একর অনাবাদি জমিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও চেয়ারম্যান একনেক নির্দেশ দেন। আর এজন্যই বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থান ঠাকুরগাঁওয়ে যে বিপুল পরিমাণ অনাবাদি জমি আছে তার মধ্য থেকে ৫০ একর জমি স্বল্প মূল্যে অধিগ্রহণ করে সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার উপযুক্ততা সকল মহল কর্তৃক বিবেচনা করা হয়। ফলে সকলেই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের স্থান ঠাকুরগাঁওই হবে বলে ধারণা করেন। কিন্তু যখন শোনা যায় যে, এ বিশ্ববিদ্যালয় ঠাকুরগাঁওয়ের পরিবর্তে দিনাজপুরে স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে তখন ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার মানুষ আন্দোলনে নেমে পড়ে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল নয় বরং প্রত্যন্ত এলাকার অনগ্রসরতা দূর করার জন্য শিক্ষার সংগ্রামকে জোরদার করা এবং উন্নয়নকে নিশ্চিত করাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য।

## ঠাকুরগাঁওয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা

দিনাজপুর শহর ও তার আশপাশে মেডিকেল কলেজ, হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, নির্মাণাধীন পশু চিকিৎসা কলেজ, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আইন কলেজ, গম গবেষণা কেন্দ্র, পাটবীজ উৎপাদন খামারসহ বেশ কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র আছে। পক্ষান্তরে ঠাকুরগাঁওয়ে এ ধরনের কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গবেষণা কেন্দ্র নেই। তাই প্রস্তাবিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়টি ঠাকুরগাঁওয়ে স্থাপিত হবে এমনই ভাবছেন আন্দোলনকারীরা। দিনাজপুর সদর থেকে রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরত্ব মাত্র ৬০ কিলোমিটার। কিন্তু ঠাকুরগাঁও থেকে রংপুরের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দিনাজপুরে স্থাপন করা হলে একই ধরনের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় খুব কাছাকাছি হবে এ বিবেচনায়ও বিশ্ববিদ্যালয়টি ঠাকুরগাঁওয়ে স্থাপন করতে হয়। এছাড়া যোগাযোগের দিক থেকে ঠাকুরগাঁও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। রেল ও সড়ক যোগাযোগ ছাড়াও ঠাকুরগাঁওয়ে রয়েছে একটি বিমানবন্দর। এদিকে ঠাকুরগাঁওয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র ও একটি টিভি রিলে স্টেশন থাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় দুটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের প্রচারসহ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মেধা বিকাশের সুযোগ পাবে।

## হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঠাকুরগাঁওয়ে স্থাপন ছাড়াও দিনাজপুর হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবিও এ আন্দোলনের অন্যতম দাবি। ১৯৮৮ সালে স্থাপিত এই হাজী মোঃ দানেশ কলেজটির জন্য ইতিমধ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কলেজের যে অবকাঠামো রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে এবং আর সামান্য কিছু অর্থ ব্যয় করেই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা সম্ভব। গাজীপুরের সালনায় ইপসাকে এভাবেই বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

## আন্দোলনের সূচনা ও বর্তমান অবস্থা

ঠাকুরগাঁওয়ের প্রবীণ রাজনীতিক ও সমাজসেবী এফ এ মোহাম্মদ হোসেনকে আহ্বায়ক এবং অধ্যক্ষ য়ৈসদ মেরাজুল হোসেনকে সদস্য সচিব করে আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির নেতৃত্বে বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা সহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখিত আবেদন জানানো হয়। এ কমিটির পক্ষ থেকে মিছিল, সমাবেশ, ধর্মঘট, প্রতীক অনশন ও মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

## আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদের আন্দোলনের সঙ্গে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, সিপিবি, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও ন্যাপসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মী সকলেই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন।

এছাড়া এ দুই জেলার ছাত্র যুবক শিক্ষক কর্মচারী এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনের সদস্যসহ সকল স্তরের জনসাধারণ এ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

## শেষ কথা

যতোই দিন গড়াচ্ছে ঠাকুরগাঁওয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং দিনাজপুর হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। আন্দোলনের কর্মসূচিগুলোতে ক্রমেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্দোলনকারীরা খুব শিগগিরই ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন।